রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শনিবার, ফেব্রুয়ারি ২২, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

[মূসক আইন ও বিধি শাখা]

নং ১/মূসক/২০২৫/৫৪ তারিখ: ২৬ মাঘ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: **সুপারশপ কর্তৃক সরবরাহের বিপরীতে উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণার (মূসক-৪.৩) প্রযোজ্যতা বিষয়ে স্পষ্টীকরণ ও দিকনির্দেশনা প্রদান।**

সূত্র: **বাংলাদেশ সুপারমার্কেট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন এর ২৩ জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখের পত্র।**

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

২। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর আওতায় টার্নওভার নির্বিশেষে নিবন্ধন ও কর আদায় সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে জারীকৃত সাধারণ আদেশ নং ১৭/মূসক/২০১৯, তারিখ: ১৭ জুলাই, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ এর অনুচ্ছেদ-১ অনুযায়ী সুপারশপ এর ব্যাখ্যা নিম্নরূপ:

"সুপারশপ অর্থ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হউক বা না হউক, আয়তন নির্বিশেষে কোনো স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ দোকান, যেখানে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত, জীবাণুমুক্ত ও প্রিজারভেটিভবিহীন মাছ-মাংস, চাল-ডাল, শাক-সবজি, ফল-মূলসহ দৈনন্দিন ব্যবহার্য গৃহস্থালি ও মনোহারী পণ্য বিক্রয় করা হইয়া থাকে এমন দোকান।"

৩। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর মাধ্যমে ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাটের হার ৫ শতাংশের পরিবর্তে ৭.৫ শতাংশে উন্নীত করায় সুপারশপ এর ক্ষেত্রেও ৭.৫ শতাংশ ভ্যাটের হার প্রযোজ্য। তাছাড়া, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ অনুযায়ী কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তি তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত হ্রাসকৃত ভ্যাটের হার কিংবা সুনির্দিষ্ট করের পরিবর্তে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রদানের বিধান রয়েছে। অধিকন্তু, একই আইনের

মূল্য : টাকা ৪.০০

ধারা ৩২ এর উপ-ধারা (৫) এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ২১ অনুযায়ী নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তিকে পণ্য উৎপাদন বা সরবরাহের পূর্বে বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা (মূসক-৪.৩) দাখিল করতে হয়। এতদ্ব্যতীত, আইনের ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ড) অনুযায়ী, উপকরণ-উৎপাদ সহগ এ ঘোষিত নেই এমন উপকরণ বা পণ্যের বিপরীতে পরিশোধিত উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাবে না। অপরদিকে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ব্যাখ্যাপত্র নং ০৮/মূসক/২০২০, তারিখ: ১৪ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ এর মাধ্যমে সেবা সরবরাহকারীদের জন্য উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণার (মূসক-৪.৩) প্রয়োজন নেই মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। সুপারশপ প্রতিষ্ঠানসমূহ যেহেতু, বিভিন্ন ধরনের পণ্য আমদানি বা স্থানীয়ভাবে ক্রয়পূর্বক (উৎপাদন ব্যতীত) সরবরাহ করে থাকে, সেহেতু, সুপারশপ কর্তৃক ৭.৫ শতাংশের পরিবর্তে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট পরিশোধ করা হলে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। উল্লেখ্য যে, সুপারশপ কর্তৃক সরবরাহকৃত পণ্যের সংখ্যা অত্যধিক হওয়ায় এক্ষেত্রে উপকরণ-উৎপাদ সহগ (মূসক-৪.৩) ঘোষণা প্রদান দূরুহ।

৪। আলোচ্য ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের দিক-নির্দেশনা নিম্নরূপ:

সুপারশপ প্রতিষ্ঠানসমূহ যেহেতু, বিভিন্ন ধরনের পণ্য আমদানি বা স্থানীয়ভাবে ক্রয়পূর্বক (উৎপাদন ব্যতীত) সরবরাহ করে থাকে, সেহেতু, সুপারশপ কর্তৃক সরবরাহের ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট পরিশোধ করা হলে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর অন্যান্য বিধানাবলি পরিপালন সাপেক্ষে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা (মূসক-৪.৩) দাখিল করতে হবে না।

৫। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৩২ক এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ১১৮ক এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

ব্যারিস্টার মোঃ বদরুজ্জামান মুন্সী
দ্বিতীয় সচিব (মূসক আইন ও বিধি)।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd